48988 - ঈদরে গোসলরে সময়

প্রশ্ন

ঈদরে দনিরে গোসল কখন করতে হয়? কনেনা আমি যদি ফজররে পরে গোসল করি তখন সময় একবোরে সংকীর্ণ থাকে। কনেনা আমি যে ঈদগাহে নামায পড়ি সটো আমার বাসা থকেে দূরে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ঈদরে দনি গোসল করা মুস্তাহাব।

বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদরে দনি গোসল করছেনে।

অনুরূপভাবে ঈদরে দনি গোসল করা কছিু কছিু সাহাবী থকেওে বর্ণতি আছ; যমেন আলী বনি আবু তালবে (রাঃ), সালামা বনি আকওয়া (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) থকেে।

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলনে:

সকল বর্ণনার সনদ দুর্বল ও বাতলি; কবেল ইবনে উমর (রাঃ) থকেে উদ্ধৃত বর্ণনাটি ছাড়া..। এক্ষত্রেে (অর্থাৎ মুস্তাহাব সাব্যস্ত করার ক্ষত্রেে) যে দললিরে উপর নর্িভর করা হয়ছেে সটেি হল ইবনে উমর (রাঃ) থকেে উদ্ধৃত বর্ণনা এবং জুমার গোসলরে উপর কয়িাস।"[সমাপ্ত]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলনে:

"এ ব্যাপারে দুটো দুর্বল হাদসি রয়ছে..। কন্িতু সুন্নাহ অনুসরণে তীব্র আগ্রহী ইবনে উমর (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য, তনিি ঈদরে দনি নামাযে যাওয়ার আগে গোসল করতনে।"[সমাপ্ত]

দুই:

ঈদরে জন্য গোসল করার সময়সীমা:

উত্তম হচ্ছে ফজররে নামাযরে পর গোসল করা। যদি কউে ফজররে আগে গোসল করে নয়ে তাহলে সটোও যথষ্টে হবে— সময়রে সংকীর্ণতা ও কষ্টকর হওয়ার কারণ; যহেতেু একদকিে ফজররে পর গোসল করা; আবার অন্যদকিে মানুষরে ঈদরে নামাযরে উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যাওয়া প্রয়োজন; কনেনা ঈদগাহ দূরে হতে পার।

মুয়াত্তা মালকেরে ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'আল-মুনতাকা'-তে বলছেনে:

"ঈদরে গোসল ঈদগাহে গমনরে ঠকি একটু আগে হওয়া মুস্তাহাব। ইবনে হাবীব বলনে: ঈদরে গোসলরে সবচয়েে উত্তম সময় হচ্ছে– ফজররে নামাযরে পর। ইমাম মালকে 'আল-মুখতাসার' গ্রন্থে বলনে: যদি দুই ঈদরে জন্য ফজররে আগে গোসল করে তাহলে বষিয়টি প্রশস্ত।"[সমাপ্ত]

তবে খললি রচতি 'মুখতাসার' গ্রন্থে (২/১০২) এসছে: "রাতরে শষে ষষ্ঠাংশ থকেে এর সময় শুরু হয়।"

ইবনে কুদামা 'আল-মুগনী' গ্রন্থে বলনে:

"খরিাক্বীর বক্তব্যরে প্রত্যক্ষ মর্ম হচ্ছে গোসলরে (ঈদরে গোসলরে) সময় ফজর উদতি হওয়ার পর হতে। কাযী ও আমদেি বলনে: যদি ফজররে আগে গোসল করে ফলেে তাহলে গোসলরে সুন্নত আদায় হল না। কনেনা এটি দনিরে বলোর নামাযরে গোসল। তাই জুমাবাররে গোসলরে মত ফজররে আগে হওয়া জায়যে নয়। ইবনে আকীল বলনে: ইমাম আহমাদ থকেে সরাসরি উদ্ধৃতি আছে যে, ঈদরে গোসলরে সময় ফজররে আগে ও ফজররে পর। কনেনা ঈদরে নামাযরে ওয়াক্ত জুমার নামাযরে ওয়াক্তরে চয়েে সংকীর্ণ। তাই যদি ফজর হওয়ার অপক্ষো করতে হয় হতে পারে এতে করে গোসল করা ছুটে যাব। এবং যহেতেু এ গোসলরে উদ্দশ্যে হচ্ছে পরচ্ছিন্নতা। রাতে গোসল করলওে এ উদ্দশ্যে হাছলি হয়; যহেতেু রাত নামাযরে নকিটবর্তী। তবে উত্তম হচ্ছে– ফজররে পরে করা; যাতে করে মতভদেরে ঊর্ধ্বে থাকা যায়। এবং নামাযরে অতি নটিকবর্তী সময়ে হওয়ায় অতশিয় পরচ্ছিন্নতা অর্জতি হয়।"[সমাপ্ত]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থ বলনে:

এ গোসল শুদ্ধ হওয়ার সময়রে ব্যাপারে দুটো মশহুর অভমিত রয়ছে। ১. ফজররে পর; এ মর্মে 'আল-উম্ম' গ্রন্থে স্পষ্ট উদ্ধৃতি রয়ছে। ২. তবে অধকি বশিুদ্ধ অভমিত হল: যা মাযহাবরে সকল আলমেরে মতক্যেপূর্ণ: ফজররে আগে ও পরে জায়যে।

কাযী আবুত তাইয়্যবে তার 'আল-মুজার্‌রাদ' গ্রন্থে বলনে: বুআইত্বরি বর্ণনাতে ফজররে আগে ঈদরে গোসল করা সঠকি হওয়ার পক্ষে শাফয়েরি পরস্কিার উদ্ধৃতি আছ।

ইমাম নববী বলনে: “যদি আমরা বশিুদ্ধ অভমিতটি অবলম্বন করে বলি যে, সটো ফজররে আগে করা সহহি। তবে এ সময়টকিে সুনর্দিষ্টি করার ব্যাপারে তনিটি অভমিত রয়ছে: ১. অধকি বশিুদ্ধ ও মশহুর অভমিত হল: অর্ধরাতরে পর সঠকি; এর আগে নয়। ২. গোটা রাতইে সঠকি হব। গাজালী এ অভমিতটরি উপর দৃঢ়তা ব্যক্ত করছেনে এবং ইবনুস সাব্বাগ এটাকে মনোনীত করছেনে। ৩. ফজররে একটু আগে সহেরেীর সময় সঠকি হব। বাগাভী এ অভমিতটরি পক্ষে দৃঢ়তা ব্যক্ত করছেনে।[সংক্ষপেে সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে ফজররে পূর্বে গোসল করতে কোন অসুবধিা নইে; যাতে করে একজন মুসলমি ঈদরে নামাযরে উদ্দশ্যে রওয়ানা হয়ে যতেে সক্ষম হয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।